২৭-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিজয়ী রত্ন হতে জীবনমৃত স্থিতিতে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার মালা হওয়ার পুরুষার্থ কর"

প্রশ্নঃ- স্ব দর্শন চক্রের রহস্য স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাদের ধারণা নম্বর অনুযায়ী হয়, কেন ?

উত্তর :- কারণ এই ড্রামা যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্মণরাই ৮৪ জন্মের রহস্যকে যথার্থ ভাবি বুঝে স্মরণ করতে পারে। কিন্তু মায়া ব্রাহ্মণদের স্মরণ যাত্রায় বাধা উৎপন্ন করে, ক্ষণে ক্ষণে যোগ ছিন্ন করে। যদি এক রকম সমান ভাবে ধারণা হয়ে যায় তবে তো সবাই সহজে পাস করবে তাহলে লক্ষ জনের মালা তৈরি হবে। তাই রাজধানী স্থাপন করার জন্যে নম্বর অনুযায়ী ধারণা হয়।

গান: মরণ তোমারই সরণীতে .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। এ হল জীবনমৃত জীবনের জন্ম। মানুষ যখন দেহ ত্যাগ করে তার দুনিয়া শেষ হয়, আত্মা দেহ থেকে পৃথক হলেই মামা , কাকার কোনো সম্বন্ধ আর থাকেনা। বলা হয় - মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বাস্তবে কেউ যায়না। কিন্তু মানুষ ভাবে আত্মা ফিরে গেছে বা জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে আত্মাকে পুনর্জন্ম নিতেই হয়। পুনর্জন্মকেই জন্ম-মরণ বলা হয়। শেষের দিকে যে আত্মারা আসে, হতে পারে তাদের মাত্র একটি জন্ম গ্রহণ করতে হবে। দেহ ত্যাগ করে তারা ফিরে যাবে। পুনর্জন্ম নেওয়ার খুব ভারী হিসাব নিকেশ রয়েছে। কোটি কোটি মানুষ, এক একজনের বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। এখন তোমরা বাচ্চারা বল যে - হে বাবা, আমাদের দেহের সম্বন্ধ গুলি ত্যাগ করে তোমার গলার মালা হতে এসেছি অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তোমার আপন হতে এসেছি। পুরুষার্থ শরীর দিয়ে করতে হবে। আত্মা একা তো পুরুষার্থ করতে পারবেনা। বাবা বসে বোঝান - যখন রুদ্র যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন সেখানে শিবের বিশাল চিত্র মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় আর অনেক শালিগ্রামের চিত্র মাটি দিয়ে তৈরি হয়। এবারে সেই শালিগ্রাম গুলির কি পরিচয় যাদের চিত্র তৈরি করে পূজো করা হয় ? শিবের পরিচয় তো জানবে যে ইনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। শিবকে মুখ্য স্থানে রাখা হয়। আত্মাদের সংখ্যা তো অনেক। তাই শালিগ্রাম সংখ্যায় অনেক তৈরি করা হয়। ১০ হাজার বা এক লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি করা হয়। রোজ তৈরি হয় , রোজ ভেঙে আবার তৈরি করা হয়। খুব পরিশ্রম হয়। পূজারী ও যজ্ঞ আয়োজনকারী কেউ জানেনা এরা কে। এত সব আত্মারা কি পূজনীয় ? না। আচ্ছা, যদি ভারতবাসী ৩৩ কোটি শালিগ্রাম তৈরি হয়, সেও হতে পারেনা কারণ সবাই তো বাবাকে সাহায্য করেনা। এইসব খুবই গুহ্য কথা । চার-পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় রুদ্র যজ্ঞ আয়োজনে। আচ্ছা, শিব হলেন পরম পিতা পরমাত্মা, সে ঠিক আছে তবে শালিগ্রাম এত সব কোন্ বাচ্চারা, যাদের পূজো হয় ? এই সময় তোমরা বাচ্চারাই বাবাকে জানো এবং সহযোগী হও। প্রজাও সহযোগ করে তাইনা! শিববাবাকে যে স্মরণ করে , তারা স্বর্গে এসে যাবে। যদি কাউকে জ্ঞান প্রদান না-ও করে তবুও স্বর্গে এসে যাবে। তাদের সংখ্যা অনেক হবে ! কিন্তু মুখ্য হল ১০৮। মাম্মাও দেখ কত মূল্যবান রত্ন বিশেষ! কত পূজো হয় ওঁনার। এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহি অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে

থেকেছ। কোনও মানুষ এমন বলবেনা যে আমি আত্মা পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। সন্তান যদি হও তবে ওঁনার সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি জানা থাকা উচিত। পারলৌকিক পিতার বায়োগ্রাফি হল শ্রেষ্ঠতম। অতএব বাচ্চারা বলে জীবনমৃত হয়ে বাবা আমরা তোমার গলার মালা নিশ্চয়ই হব। আত্মাদেরও বিশাল মালা হয়। তেমনই মনুষ্য সৃষ্টির বিশালতম মালা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মুখ্য। ওঁনাকে আদম, আদিদেব, মহাবীর ইত্যাদিও বলা হয়। এইসব হল খুব গুহ্য কথা।

তোমরা বুঝতে পারো আমরা সব আত্মারা এক নিরাকার পিতার সন্তান এবং এই মনুষ্য সৃষ্টির বংশাবলী যাকে জিনোলজিক্যাল ট্রি (বংশ লতিকা) বলা হয়। যেমন সরনেম হয় - আগরওয়াল , তাদের সন্তান পুত্র পৌত্র আগরওয়াল-ই হবে। বংশাবলী রচনা হয় তাইনা। এক থেকে বৃদ্ধি হতে হতে বৃহৎ বৃক্ষ তৈরি হয়। যে আত্মারা আছে তারা হল শিববাবার গলার মালা। তারা হল অবিনাশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছে। নতুন দুনিয়ার রচনা কিভাবে হয় , তাহলে কি প্রলয় হয়ে যায় ? না। দুনিয়া তো থাকে শুধু যখন পুরানো হয় তখন বাবা এসে নতুন রূপ প্রদান করেন। এখন তোমরা জানো আমরা নতুন ছিলাম। আমাদের আত্মা পবিত্র নতুন ছিল। পিওর (খাঁটি) সোনা ছিল, সেই সোনার মতন আমরা আত্মারা গহনা অর্থাৎ সোনার শরীরও প্রাপ্ত করি, যাকে কায়া কল্পতরু বলা হয়। এখানে তো মানুষের এভারেজ (গড়) আয়ু ৪০-৪৫ বছর হয়। কারো ১০০ বছর হয়। সেখানে তোমার আয়ু এভারেজ ১২৫ বছর হয়, তার চেয়ে কম নয়। তোমাদের আয়ু কল্প বৃক্ষের সমকক্ষে গণনা করা হয়। কখনও অকালে মৃত্যু হবেনা। তোমরা আত্মারা হলে শিববাবার সন্তান, ব্রহ্মা দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জন্ম হবে, তার থেকে প্রজা রচনা করা হয়। সর্বপ্রথম তোমরা ব্রাহ্মণ হও ব্রহ্মা মুখবংশী। শিববাবা তো একজন তাহলে মাতা কোথায়? এইটি তো হল গুহ্য রহস্য। আমি ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের অ্যাডপ্ট করি। তখন তোমরা পুরানো দুনিয়ায় জীবনমৃত অবস্থায় থাক। তারা যে অ্যাডপ্ট করে ধনদান করার জন্যে। বাবা অ্যাডপ্ট করেন স্বর্গের বর্সা প্রদান করার জন্যে, যোগ্য করে তোলেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে জীবন্মৃত থাকতে শেখান। গৃহস্থে থেকে পবিত্র হয়ে বাবার আপন জন হতে হবে। আমরা সেখানকার বাসিন্দা তারপর সত্যযুগে সুখের পার্ট প্লে করি। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। শাস্ত্রে নেই। এখন বাবা বসে আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের পবিত্র করেন। আত্মার আবর্জনা পরিষ্কার করেন। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। তারা বসে "তিজরী" -র কাহিনী রচনা করেছে। সেসব বাস্তবে এখনকার কথা। তোমাকে ব্রহ্মান্ড থেকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত খবর প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাবা একবারই এসে বোঝান। সন্ন্যাসীদের তো পুনর্জন্ম হতেই থাকে। ইনি আসেন আর বাচ্চাদের শিক্ষা দেন। ব্যাস, এইসব তো নতুন কথা । শাস্ত্রে এইসব কথা নেই। এই হল বিশালতম কলেজ। নিয়ম হল এক সপ্তাহ ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যোগ ভাট্টিতে বসতে হবে। গীতার পাঠ অথবা ভাগবত পাঠও এক সপ্তাহের জন্যে রাখা হয় তাইনা , তাই সাত দিন যোগ ভাট্টিতে বসতে হবে। বিকারী তো সবাই , যদিও সন্ন্যাসী ঘর সংসার ছেড়ে নির্বিকারী হয় তবু বিকার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে নির্বিকারী হওয়ার জন্যে সন্ন্যাস করেন। অনেকে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন কারণ তারা উদাহরণ দেন। কেউ বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে দেহ ত্যাগ কবলে সেই সংস্কার অনুরূপ পুনরায় জন্ম হয়, অর্থাৎ শিশু অবস্থায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়ে যায়। জন্ম নিয়ে নিজেকে অপবিত্র ভেবে পুনঃ পবিত্র হওয়ার জন্যে সন্ন্যাস করে। তোমরা তো একবারই পবিত্র হয়ে দেবতায় পরিণত হও। তোমাদের সন্ন্যাস করতে হবেনা। সুতরাং তাদের সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ, তাইনা ! এইসব কথা নিজেরা বুঝতে পারবেনা। বাবা বসে বোঝান। তিনি হলেন পিতা, উত্তমের চেয়ে উত্তম, তোমরা

ওঁনার সন্তান হয়েছ। এ হল স্কুল, যেখানে নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে পঠন পাঠন হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের গুহ্য থেকে গুহ্যতম জ্ঞান প্রদান করি। না শুনলে ধারণা হবে কিভাবে ? এবারে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা আমার আপন হয়েছ, এই দেহের ভান বা চেতনাকে ত্যাগ কর, আমি গাইড হয়ে এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

তোমরা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায়। তারা হল দৈহিক পান্ডা , তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তারা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যায়। তোমাদের হল রুহানী যাত্রা। তারা পাণ্ডবদের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে , যুদ্ধ স্থলে দেখিয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের অনেক শক্তি চাই। সংখ্যায় অনেক হয়ে গেলে শক্তি বাড়তে থাকবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদের দত্তক নিয়েছি এই ব্রহ্মার দ্বারা তাই এনাকে মাতা পিতা বলা হয়। এইরকম তো সবাই বলে তুমি মাতা পিতা আমরা তোমার সন্তান। আচ্ছা, ওঁনাকে তো গড ফাদার বলা হয়। গড মাদার বলা হয়না। তাহলে মাদার বলা হয় কিভাবে ? মানুষ জগদম্বাকে মাদার ভেবে নেয়। কিন্তু নয়, ওনারও মাতা পিতা আছে, তাহলে ওনার মাতা কে ? এইসব খুবই গুহ্য কথা। গায়ন তো রয়েছে কিন্তু প্রমাণ দিয়ে কে বোঝাবে ? তোমরা জানো ইনি হলেন মাতা পিতা। প্রথমে হল মাতা। যথাযথ ভাবে তোমাদের এই ব্রহ্মা মা-য়ের কাছে প্রথমে আসতে হয়। ব্রহ্মার ভিতরে প্রবেশ করে তোমাদের অ্যাডপ্ট করি, তাই তিনি হলেন মাতা পিতা। এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। এইসব বাবা বসে বোঝান - কিভাবে তোমরা মুখবংশী হও। আমি ব্রহ্মা মুখ দিয়ে তোমাদের রচনা করি। কোনো রাজা যদি মুখ দিয়ে বলেন যে তোমরা আমার । সে তো আত্মা বলছে। কিন্তু ওনাকে মাতা পিতা বলা যাবেনা। এ হল খুবই ওয়ান্ডারফুল কথা। তোমরা জানো আমরা শিববাবার আপন হয়েছি তাই এই দেহের অভিমান ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে আত্মা অশরীরী ভাবা পরিশ্রমের কাজ। একেই বলে রাজ যোগ ও জ্ঞান। দুই শব্দ রয়েছে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন বলা হয় রাম নাম জপ কর অথবা গুরুর নাম জপ কর। গুরুদেব দেহ ত্যাগ করলে তাদের সন্তানকে গুরুর আসনে বসানো হয়। এখানে তো বাবা গেলে সবাইকে যেতে হবে। এই হল মৃত্যুলোকের শেষ জন্ম। বাবা আমাদের অমর লোকে নিয়ে যান ভায়া মুক্তিধাম যেতে হবে।

এই কথাও বোঝান হয় যখন বিনাশ হবে তখন কলিযুগের এই স্থান তলিয়ে যাবে। সত্যযুগ উপরে উঠে আসবে। সমুদ্রের তলায় কিছুই যায়না। এখানে তোমরা বাচ্চারা সাগরের কাছে এসেছ রিফ্রেশ হতে। এখানে তোমরা সম্মুখে জ্ঞান ডান্স দেখ, দেখানো হয় গোপ গোপীকারা কৃষ্ণের সঙ্গে ডান্স করছে, এ সব হল বর্তমান সময়েরই কথা। চাতক পাখি সম বাচ্চাদের সম্মুখে বাবার মুরলী চলে। বাচ্চাদেরও শিখতে হয়। তারপর যে যত শিখতে পারে। বোঝান হয় বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত কর। হে ভগবান বলা হয়, তিনি হলেন রচয়িতা। নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন। একমাত্র বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন যার সময়াবধি হল অর্ধকল্প। বাবা তোমাদের কত রহস্য বোঝান। বাচ্চাদের পরিশ্রম করে ধারণা করতে হবে। স্ব দর্শন চক্রের রহস্য বাবা কত সহজ করে বলেছেন। ৮৪ জন্মের চক্রকে ব্রাহ্মণরাই স্মরণ করতে পারে। এ হল বুদ্ধি দ্বারা যোগ যুক্ত হয়ে চক্রকে স্মরণ করা। কিন্তু মায়া ক্ষণে ক্ষণে যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সহজ হলে তো সবাই পাস করে নেবে। লক্ষ জনের মালা তৈরি হয়ে যাবে। এই ড্রামা নিয়ম অনুসারেই আছে। মুখ্য হল ৮, তাতে হেরফের হয়না। ত্রেতার শেষে যত প্রিন্স প্রিন্সেস আছে সবাই একত্রে নিশ্চয়ই এখানে পড়াশোনা করছে। প্রজাও পড়ছে। এখানেই রাজধানী স্থাপন হয়। বাবা রাজধানী স্থাপন করেন,

কোনো প্রিসেপ্টর (গুরু বা শিক্ষক) রাজধানী স্থাপন করেন না । এ হল খুবই ওয়ান্ডারফুল রহস্য। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কোথা থেকে এসেছে ? কলিযুগে তো রাজত্ব নেই। অনেক ধর্ম আছে। ভারতবাসী কাঙাল হয়েছে। কলিযুগের রাত পূর্ণ হয়ে , দিন আরম্ভ হয় এবং রাজত্ব চলে। এ কি হল ! আল্লাহ আলাদীনের খেলা দেখানো হয় না ! তাতে কারুনের খাজানা (অগাধ) বেরিয়ে আসে। তোমরা সেকেন্ডে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বৈকুন্ঠ দর্শন করে আস। আচ্ছা !

মাতা-পিতা, বাপদাদা, বাচ্চারা পুরো পরিবার একসাথে বসে আছে। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন সবাইকে রিফ্রেশ করার সেবা করতে হবে। চাতক পাখির মতন জ্ঞান ডান্স করতে হবে, করাতে হবে।

২) এই দেহের চেতনাকে ত্যাগ করে পুরানো দুনিয়ায় জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে। অশরীরী থাকার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে স্বর্গের যোগ্য বানাতে হবে।

বরদান :- উড়ন্ত কলার বরদান দ্বারা সর্বদা অগ্রসর হওয়া সর্ব বন্ধন মুক্ত ভব

ব্যাখা: বাবার আপন হওয়া অর্থাৎ উড়ন্ত কলার বরদানী হওয়া। এই বরদানকে জীবনে গ্রহণ করলে কখনও কোনো ভাবে পিছিয়ে থাকবেনা। সদা এগিয়ে থাকবে। সর্ব শক্তিমান বাবার সঙ্গ আছে অর্থাৎ প্রতি পদক্ষেপে অগ্রণী। নিজেও সদা সম্পন্ন থাকে এবং অন্যদেরও সম্পন্ন করার সেবা করে। তারা কোনোরকম বাধা দেখে নিজের চলা বন্ধ করবে না । এমন বরদানী বাচ্চারা কারো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্লোগান - যাদের কাছে সর্ব শক্তির স্টক আছে, প্রকৃতি তাদের কাছে দাসী হয়ে যায় ।